ইমাম হোসাইন رضي الله عنه এর

ইবাদত

27-August-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়ায় আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর, বাবু মাজাআ ফি ফযলিস সালাত..., ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতে সবচেয়ে আরামে সেই হবে, যে **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথেই থাকবে আর **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সহচর্য লাভের মাধ্যম হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এ থেকে জানা গেলো, দরূদ শরীফ হলো অনন্য একটি নেকী, সমস্ত নেকী দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায় আর এর দ্বারা **জান্নাতের দুলহা, রাসূলে পাক** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে পাওয়া যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✲ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✲ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✲ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✲ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✲ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুহাররামুল হারামের বরকতময় মাস এসে গেছে, এই মুবারক মাস শহীদানে কারবালা এবং বিশেষকরে ইমামে আলী মকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কীত, এরই প্রসঙ্গক্রমে আজকের বয়ানে আমরা ইমামের আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর তাকওয়া ও পরহেযগারীতা, সদকা ও খয়রাত, ফাযায়িল ও ফযিলত, শান ও মহত্ব, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর প্রতি ভালবাসা ও বিশেষকরে তাঁর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও ইবাদতের ঘটনাবলী শ্রবণ করবো।

আসুন সর্বপ্রথম একটি ঘটনা শ্রবন করি:

ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান

হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমর বিন লাইসের সামনে তার সমস্ত বাহিনীকে জড়ো করা হলো, আমর বিন লাইস যখন নিজের এই বিশাল বাহিনী দেখলো তখন কেঁদে দিলো এবং মনে মনে বলতে লাগলো, আহ! যদি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহাদতের সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম আর আমার সাথে এত বড় বাহিনী থাকতো তবে আমি নিজের প্রাণ, শান ও শওকত এবং পুরো বাহিনীকে তাঁর প্রতি কুরবান করে দিতাম। সেই যুগের কোন অলীর স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমর বিন লাইসকে বলে দাও যে, তার মনে যে খেয়াল এসেছে, আমি তা জানি আর আমি তার ইচ্ছাকে কবুল করে নিয়েছি, **আল্লাহ পাক** তোমার এই ইচ্ছা ও খেয়ালের কারণে মহান প্রতিদান দান করুক। যখন স্বপ্নদ্রষ্টা আমর বিন লাইসকে এই সুসংবাদ শুনালেন তখন সে খুশিতে আন্দোলিত হয়ে উঠলো আর তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো।

(রুস্তানুল ওয়ায়েজিন, মজলিশ ফি ফযলে ইয়াওমে আশুরা ওয়া মাজাআ ফিহা, ২৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! যেই সৌভাগ্যবান নিজের প্রসিদ্ধি এবং পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে শুধু অন্তরে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক ও সম্মানের কারণে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করে, নিজের অন্তরে তাঁর খেদমত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তবে সেই সৌভাগ্যবানের প্রতি অবশ্যই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ হয়ে থাকে, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমরা শুনলাম যে, নিজের একজন গোলামের স্বপ্নে তাশরীফ এনে আমর বিন লাইসের জন্য সুসংবাদ ইরশাদ করেন এবং তার অন্তরে আসা খেয়ালকে (Opinion) আপন দরবারে কবুল করে নিলেন। তাছাড়াও আমর বিন লাইসের উপর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালবাসার কারণে আরো কি কি দয়া ও অনুগ্রহ হলো, আসুন! শুনি;

ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার কারণে মাগফিরাত হয়ে গেলো

খোরাসানের শাসক আমর বিন লাইসকে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: **দয়ালূ আল্লাহ** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন কারণে? তিনি বললেন: একবার আমি পাহাড় থেকে আমার বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে খুশি হলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, আহ! যদি আমি সেই সময় কারবালার ময়দানে থাকতাম, যখন এজিদের বাহিনী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং অন্যান্য আহলে বাইতের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করছিলো, তবে আমি তাঁর কিছু খেদমত করতে পারতাম। আর **দয়ালূ আল্লাহ** এই নিয়তের কারণেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মাদারিজুন নবুয়ত, বাবুন নাহম যিকরে হুকুক আনহাদরাত, ১/৩০৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটাই বাস্তবতা, যে মুসলমান নিজের অন্তরে আহলে বাইত ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালবাসা ধারণ করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত সমূহ থেকে অংশ পেয়ে থাকে, কেননা পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এমনই, যেমন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা। পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণের উৎস। এমনকি পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত লাভের মাধ্যম। যেমনটি **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ওসীলা অর্জন করতে চায় আর এটা চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত হোক, যার কারণে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো, তার উচিৎ, আমার আহলে বাইতের খেদমত করা ও তাঁদের খুশি করা। (বারাকাতে আলে রাসূল, ১১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও উচিৎ, পবিত্র আহলে বাইত আর বিশেষকরে সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র চরিত্রের আলোকিত দিক সমূহের উপর আমল করা, এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে খুবই আদব ও সম্মান করা, তাঁদের খুশিকে নিজের খুশি এবং তাঁদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করা, তাঁদেরকে

মন ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, কেননা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসানাঈন করীমাঈনদের অশেষ ভালবাসতেন।

হাসানাঈন করীমাঈনের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোলে খেলা করছিলেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি তাঁদেরকে ভালবাসেন? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তাঁদেরকে ভালবাসবো না কেন, তাঁরা তো আমার দু'টি ফুল, যার সুবাস আমি নিয়ে থাকি। **(মু'জাম কবীর, ৪/১৫৫, হাদীস ৩৯৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে অসংখ্য বিশেষত্ব এবং শান ও মহত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত, তাকওয়া ও পরযেগারীতার ঘটনাবলী শ্রবণ করার পূর্বে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও পরিচিতি (Introduction) শ্রবণ করি।

রাসূলের নাতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

☆ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্ম ৫ শাবান ৪র্থ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। ☆ তাঁর নাম **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **"হোসাইন"** এবং **"শাব্বির"** রেখেছেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম **"আবু আব্দুল্লাহ"** ও উপাধী **"সিবতু রাসূলিল্লাহ"** আর **"রায়হানাতুর রাসূল" (রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুল)। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(সিয়রে আলামুন নিবালা, আল হুসাইনুশ শহিদ..., ৪/৪০২-৪০৪)** ☆ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কানে আযান দিয়েছেন। **(কানযুল ঈমান, ১৬তম অংশ, ৮/২৫২। হাদীস ৪৫৯৯৩)** ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুবই দানশীল ও নেক স্বভাবের ছিলেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কয়েকবার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুসআব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পায়ে হেঁটে (২৫ বার) হজ্ব করেছেন। (আসাদুল গা'বা, আল হোসাইন বিন আলী, ২/২৮, নম্বর ১১৭৩) ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর আব্বাজান আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে ইলমে দ্বীনের বিশাল ভান্ডার পেয়েছেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জ্ঞানগর্ব কথাবার্তা (Discourse) খুবই হৃদয়াঙ্গম হতো, মানুষের এরূপ ইচ্ছা হতো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যেনো চুপ হয়ে বসে না থাকেন বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাদানী ফুল ছড়াতে থাকেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **আপন নানাজান হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, আব্বাজান, আম্মাজান এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বর্ণনা করেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জ্ঞানের আসর স্থায়ীভাবে মসজিদে নববীতে হতো, যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষকে ফিকাহের মাসআলা সম্পর্কে অবহিত করতেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১০ মুহাররামুল হারাম ৬১ হিজরীতে কারবালার ময়দানে শাহাদত বরণ করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র চরিত্রের আলেকিত অংশ থেকে জানা গেলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকল গুণাবলীতে নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন, কিন্তু এই গুণাবলী তাঁর নিকট তাঁরই পরিবার থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেননা সন্তানের শিক্ষার সর্বপ্রথম পাঠশালা হলো তার ঘর, সন্তানের সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন পিতামাতা আর তাঁর পরিবার ছিলো ওহী ও ইলহামের কেন্দ্রবিন্দু আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা, তাঁর পরিবার ছিলো সমগ্র জগতের ঈর্ষনীয় ও তাজাল্লীর কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর পরিবার ছিলো ইবাদত ও রিয়াযত এবং দানশীলতার কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর পরিবার ছিলো যুহদ ও তাকওয়া এবং পরহেযগারীতার উৎস, তাঁর পরিবার ছিলো গরীবের চাহিদা পূরণকারী এবং দুঃখীদের আশ্রয়স্থল, তাঁর তো শিশুকাল থেকেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এমন বরকতময় নূরানী ও আধ্যাত্মীক পরিবেশ লাভ করেছিলেন যে, **উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, প্রিয়**

নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোল থেকেই শিক্ষা অর্জিত হয়েছে, **রাসূলে পাক, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ ফয়যান অর্জিত হয়েছে, এই কারণেই তো,

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জ্ঞান বিজ্ঞানে অনন্য ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঈসার ও তাওয়াক্কুলের অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাকওয়া ও পরহেযগারীতার অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সদকা ও খয়রাতের অতুলনীয় উদাহরন ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় অভ্যস্ত ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কল্যাণের কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহনকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইবাদত ও রিয়াযতের অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নফল ইবাদত এবং অধিকাহারে কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহী ছিলেন, এমনকি অসংখ্য বর্ণনায় তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত, নফল নামায এবং কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহন করার আলোচনা পাওয়া যায়, আসুন! তাঁর ইবাদত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা শ্রবণ করি:

নিয়মিত নামায রোযার অনুসারী

১. আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: كَانَ الْحُسَيْنُ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ فَاضِلاً كَثِيْرَ الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَاَفْعَالِ الْخَيْرِ جَمِيْعِهَا অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অধিকহারে নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, হজ্ব করতেন, সদকা ও খয়রাত দিতেন এবং সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহন করতেন।

(আসাদুল গা'বা, আল হোসাইন বিন আলী, ২/২৮, নম্বর ১১৭৩)

২. তাঁর সন্তান হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দিন এবং রাতে এক হাজার রাকাত রফল নামায আদায় করতেন।

(আকদুল ফারিদ, বাবু মান কালামি যিহাদ ওয়া আখবারিল ইবাদ, ৩/১১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিরূপ ইবাদতের আগ্রহী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকাহরে রোযা রাখতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে সদকা ও খয়রাত দিতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নেক আমল করতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হজ্ব আদায়ে আগ্রহী ছিলেন, মোটকথা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জীবনের রাতদিন **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য ও বাধ্য কাজে এবং ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করেছেন এবং কোন মুহূর্ত (Moment) অহেতুকতায় কাটাননি বরং সর্বদা অন্তর **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে লিপ্ত থাকতো আর মুখ **আল্লাহ**র যিকিরে ব্যস্ত থাকতো, যেনো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উটতে বসতে, চলতে ফিরতে, পানাহার করতে, ঘুমানো ও জাগ্রত অবস্থায় মোটকথা সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র যিকির করতেন এবং বিশেষ করে নামায আদায়ের প্রতি খুবই মনযোগী থাকতেন আর খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনায় নামায আদায় করতেন, কেননা নামাযের শিক্ষা শিশুকাল থেকেই **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে অর্জন হয়েছিলো, এটি মাদানী প্রশিক্ষণেরই ফয়েয ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফরয নামাযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামাযও আদায় করতেন।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! উৎসর্গিত হয়ে যান! রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত ও রিয়াযতের আগ্রহের প্রতি যে, জান্নাতি যুবকদের সর্দার, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা, হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কলিজার টুকরো, **জান্নাতের মালিক, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি, আহলে বাইতে মুস্তফার অন্তর্ভূক্ত এবং আহলে বাইতের শান এমন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসবে না আর আমার সত্তা তার নিজের সত্তার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না আর আমার সন্তান তার নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না আর আমার আহলে বাইত তার নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যাবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুব্বুন নবী, ২/১৮৯, হাদীস ১৫০৫)

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত আর সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان শান হলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করা, আমার কোন সাহাবীর সোয়া সের যব খয়রাত করা বরং এর অর্ধেকের সমানও হতে পারে না।

(বুখারী, কিতাবু ফযায়িলে আসহাবীন নবী, ২/৫২২, হাদীস ৩৬৭৩)

এই সকল ফযীলতের পরও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অবস্থা এমন ছিলো যে, ফরযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদতও করতেন। এবার আমরা আমাদের ব্যাপারে একটু ভাবি যে, আমরা কি ফরয নামায পড়ি? ফরয রোযা রাখি? যাকাত শরীয়তের পদ্ধতি অনুসারে আদায় করি? **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করার কাজে আমল করে জীবন অতিবাহিত করি? ক্ষমতা থাকার পরও শরীয়তের পদ্ধতি অনুসারে ফরয হজ্ব আদায় করি কি না? আফসোস! আমাদের তো ফরয নামাযের বেলায় উদাসিনতা দিনদিন বেড়েই চলছে, কানে আযানের আওয়াজ আসে কিন্তু আমরা আমাদের কাজকর্মের ব্যস্ততার বাহানা দিয়ে বা অলসতার (Laziness) কারণে নামায কাযা করে দেয়াতে লজ্জা অনুভব করছি না আর গুনাহের বেলায় তো আমাদের অলসতা খুব দ্রুত প্রাণ চাঞ্চল্যে পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও মুখ পাতলা হয়ে থাকে যে, যখন তাদেরকে দ্বীনের প্রতি সহানুভূশীল কোন ইসলামী ভাই বুঝাতে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয় এবং নামায আদায় করার উৎসাহ দেয় তবে বলে "اِنۡ شَآءَ اللّٰہ **আগামী শুক্রবার থেকে আবারো শুরু করবো বা রমযান থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো**" এভাবে কোন ধরনের লজ্জা ও দ্বিধা না করেই খুবই নির্লজ্জতার সহিত مَعَاذَاللّٰہ এই বিষয়টি যেনো ঘোষনা করছে যে, আমরা নামায বর্জন করার এই কবীরা গুনাহটি শুক্রবার পর্যন্ত বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত অব্যাহত রাখবো। সম্ভবত এই কারণেই আজ আমাদের ঘরে একতা নেই, প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, প্রত্যেকেই আয় রোজগারে বরকত হীনতার কারণে চিন্তিত (Worried), কোথাও পিতামাতা অবাধ্য সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট, আর কোথাও ভাই ভাইয়েই মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

সন্তানকে উত্তম প্রশিক্ষণ দিন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সম্ভবত এটাই কারণ যে, আমরা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতি আমল করা ছেড়ে দিয়ে দিনরাত তাঁদের অবাধ্যতা মূলক কাজে লিপ্ত হয়ে গেছি, শুধু আমরা নিজেরা নামায থেকে দূরে যাইনি বরং আমাদের সন্তান এবং পরিবারের সদস্যরাও নামায থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর আমরা আমাদের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণ দিচ্ছি না, তাদেরকে নামাযের মানসিকতাও দিচ্ছি না, অথচ আমাদের সন্তানদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া উচিৎ এবং শিশুকাল থেকেই তাদেরকে নামাযের মানসিকতা দেয়া উচিৎ।

মনে রাখবেন! যদি সন্তানদের শিশুকাল থেকেই নাজায়িয ও হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়ে তাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় তবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার তার সাথী হবে, যেমনটি সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শিশুকালেই উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বরকতে অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন, সুতরাং পিতামাতার উপর আবশ্যক যে, শিশুদের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া, অন্যথায় কাল কিয়ামতের দিন এসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এক ব্যক্তিকে বলেন: নিজের সন্তানদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও, কেননা তোমার নিকট তোমার সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তুমি তার কিরূপ প্রশিক্ষণ করেছো এবং তুমি তাকে কি শিক্ষা দিয়েছো। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুকুকুল আউলাদু ওয়াল আহলিইন, ৬/৪০০, হাদীস ৮৬৬২)**

পিতামাতার উপর সন্তানের যে হক আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হক উপস্থাপন করছি: (১) কথা বলতে শুরু করতেই اَللهُ اَللهُ অতঃপর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এরপর সম্পূর্ণ কলেমায়ে তৈয়্যবা শিখানো। (২) যখন বুঝতে শিখবে তখন আদব শিখান, খাবারের, পান করার, হাসার, বলার, উঠার, বসার, চলাফেরার, লজ্জা, সম্মান, বুযুর্গদের আদব, পিতামাতা, উস্তাদ এবং কন্যা সন্তানকে স্বামীর আনুগত্যের পদ্ধতি ও আদব বলা। (৩) কোরআন মজীদ পড়ানো। (৪) নেককার, মুত্তাকী, বিশুদ্ধ

সুন্নী আকীদা সম্পন্ন বেশি বয়সী উস্তাদকে সমর্পণ করে দিন এবং কন্যা সন্তানকে নেককার সতী সাধ্বী মহিলাকে দিয়ে পড়ান। (৫) কোরআন খতমের পর সর্বদা তিলাওয়াত করার প্রতি জোর দেয়া। (৬) ইসলামী আকীদা ও সুন্নাত শিখানো, কেননা ছোট্ট শিশুরা ইসলামী স্বভাব নিয়েই জন্ম গ্রহন করে, তারা সত্যকে গ্রহন করার ক্ষমতা রাখে সুতরাং) এই সময়েই জানানো পাথরের চিহ্ন হয়ে যাবে। (৭) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং সম্মান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিন, কেননা এটাই ঈমানের মূল এবং আসল ঈমান। (৮) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তান ও সাহাবা এবং আউলিয়া ও ওলামাদের ভালবাসা ও মহত্বের শিক্ষা দিন, কেননা তা সুন্নাতের মূল ও ঈমানের অলঙ্কার বরং ঈমানের দৃঢ়তার উপায়। (৯) সাত বছর বয়সে নামাযে জন্য মৌখিকভাবে বলা শুরু করে দিন। (১০) ইলমে দ্বীন বিশেষকরে অযু, গোসল, নামায, রোযার মাসআলা, তাওয়াক্কুল, অল্পেতুষ্টিতা, একনিষ্টতা, বিনয়, আমানত, সত্যবাদীতা, ন্যায়, লজ্জা, অন্তর ও মুখের নিরাপত্তা ইত্যাদি গুণাবলীর ফযীলত, লোভ ও লালসা, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও প্রসিদ্ধির ভালবাসা, লৌকিকতা, নিজেকে উত্তম মনে করা, অহঙ্কার, খেয়ানত, মিথ্যা, অত্যাচার, অশ্লিলতা, গীবত, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদির মন্দের নিকৃষ্ট দিক পড়ান। (১১) বিশেষকরে ছেলে সন্তানের হকের মধ্যে হলো যে, তাকে লেখাপড়া (অর্থাৎ কোন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া), (১২) সূরা মায়েদা শিক্ষা দেয়া। (১৩) বিশেষকরে কন্যা সন্তানের হকের মধ্যে হলো, তার জন্মে অসন্তুষ্ট না হওয়া বরং আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করা, তাকে সেলাই, সুতা বুনা ও কাটা, রান্না শিখানো এবং সূরা নূর শিক্ষা দেয়া। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫২-৪৫৫)**

মনে রাখবেন! যদি আমরা আমাদের সন্তানদের সংশোধনের চেষ্টা না করি এবং তাদেরকে নিয়মিত নামায, রোযার অভ্যস্ত না করি তবে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার (Disgrace) পাশাপাশি দুনিয়াবী ক্ষতি এরূপ হবে যে, বড় হয়ে আমাদের কথা শুনবে না, আমার উপর চোখ রাঙ্গাবে এবং প্রতিদিন আমাদের চিন্তা বৃদ্ধি করতে থাকবে, কিন্তু তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোন কিছুই করার থাকবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোরআন তিলাওয়াতের প্রেরণা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অধিকহারে ইবাদতের উৎসাহী ছিলেন এবং অধিকহারে নফল নামায আদায় করার আগ্রহী ছিলেন, তেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অধিকাহরে কোরআন তিলাওয়াত করারও অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। আসুন! তাঁর অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হযরত ইমাম শা'আবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: رَاَیْتُ الْحُسَیْنَ یَتَخَتَّمُ فِیْ شَهْرِ رَمَضَان অর্থাৎ আমি দেখেছি সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রমযানুল মুবারকে সম্পূর্ণ কোরআন মজিদ খতম করতেন। (সিয়রে আলামুন নিবালা, আল হুসাইর বিন আলী, ৪/৪১০)

কোরআনের আমলদার আলিম

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কোরআনের আমলদার আলিম, তাকওয়া ও পরহেযগারিতার অধিকারী, খোদাভীতি সম্পন্ন এবং দানশীল ছিলেন।

(শাহাদাতে নাওয়াসায়ে সায়্যিদুল আবরার, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

কোরআন তিলাওয়াত ও নামাযের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কোরআনে করীম এবং নামাযের প্রতি ভালবাসার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, ৯ মুহাররামুল হারাম যখন এজিদ বাহিনীর সাথে মীমাংশা করার আশার শেষ হয়ে গেলো তখন ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর ভাইকে বললেন: যেকোন ভাবে এই যুদ্ধ আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করুন এবং আজ রাতটি আমি **আল্লাহর** ইবাদতের জন্য পেয়ে গেলে তবে খুব ভাল হয়। যদি সুযোগ পাই তবে আজকের রাতে নামায, দোয়া এবং ইস্তিগফারে অতিবাহিত করবো, কেননা আমি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই নামায ও কোরআন তিলাওয়াতকে ভালবাসি আর অধিকহারে দোয়া ও ইস্তিগফার করা আমার অভ্যাস। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৪১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইবাদতের ঘটনাবলী শ্রবণ করছিলাম, যেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ফরয ও ওয়াজিব সমূহ

নিয়মিত আদায় করার পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন, তেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অধিকহারে নফল সদকা ও খয়রাত করতেন, গরীব ও মিসকিনদের সাহায্য করতেন, কেননা তা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পারিবারিক ভাবে পেয়েছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আহলে বাইতের দানশীল পরিবারের সন্তান ছিলেন, তাই দানশীলতা এবং **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করাতে কারো থেকে কম ছিলেন না, তাঁর সত্তায় সদকা ও খয়রাতের প্রেরণা এমনভাবে পরিপূর্ণ ছিলো যে, অনেক সময় তো নিজের প্রয়োজনিয় জিনিসও মুসলমানের প্রয়োজনিয়তার প্রতি উৎসর্গ করে দিতেন।

দয়ালূ হোক এমনই

একবার এক ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাব অনটন ও দারিদ্রতার অভিযোগ করলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: কিছুক্ষণ বসো! আমার ভাতা আসছে, ভাতা আসার সাথেসাথেই আমি আপনাকে বিদায় দিবো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পক্ষ থেকে এক এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে উপস্থাপন করা হলো। বার্তা বাহক আরয করলো: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, সামান্য কিছু মুদ্রা রয়েছে, এগুলো গ্রহন করে গরীবদের মাঝে বিতরন করে দিন।

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সমস্ত মুদ্রা সেই গরীবকে দিয়ে দিলেন এবং তার নিকট ক্ষমা চাইলেন যে, তাকে অপেক্ষা করতে হলো।

(কাশফুল মাহজুব, বাবু যিকরি আইম্মাতুহুম মিন আহলিল বাইত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে দু'টি মাদানী ফুল অর্জিত হলো:

(১) হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সদকা ও খয়রাত করা এবং গরীব, অভাবী, নিঃস ও অসহায়দের সাহায্য করাতে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমনটি এখনই আমরা শুনলাম তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সমস্ত মুদ্রাগুলো সাথেসাথে গরীব ও অসহায়কে দান করে দিলেন কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমরা কৃপণতা করি এবং সদকা ও খয়রাত করার ব্যাপারে অলসতা করি, যদি কোন অভাবী ইসলামী বোন এসেও যায় তবে মিথ্যার

আশ্রয় নিয়ে তাকে সাহায্য করি না আর যদি কখনো কাউকে সাহায্য করার তৌফিক হয়েও যায় তবে প্রসিদ্ধি ও লোকিকতার আপদে লিপ্ত হয়ে নিজের বাহবা অর্জনের মতো মন্দ অভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা ঢেউ খেলে যায়।

মনে রাখবেন! সদকা ও খয়রাত করাতে প্রকাশ্যভাবে সম্পদ তো কমে যায় কিন্তু আসলে বরকতই বরকত হয়ে থাকে।

সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না

প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَانَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ অর্থাৎ সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না। **(মু'জামু আওসাত, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৬১৯, হাদীস ২২৭০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক শুনে আশা করি এই কুমন্ত্রণা কেটে গেলো যে, সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে যায়। অতএব যখনই সুযোগ হয়, কম হোক বা বেশি, আমাদের সদকা করার ব্যাপারে কৃপণতা করা উচিৎ নয়।

দ্বিতীয় বিষয়

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ঘটনাটি থেকে দ্বিতীয় বিষয় এটি জানতে পারলাম যে, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন, তাইতো একটু দেরি হওয়াতে সেই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাইলেন, অথচ তাঁর জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন ছিলো না, আর যদি আমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করি তবে বিনয় ও নম্রতা তো দূরের বিষয়, আমরা ভুলে উপর ভুল (Mistakes) করার পরও ক্ষমা চাইনা। অনেক ইসলামী বোন তো গর্ব করে বলতে শুনা যায় যে, **আমি তো ভালর সাথে ভাল আর মান্তানের সাথে মান্তান, যে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে ছাড়বো না, যে আমাকে একটি কথা শুনাবে, আমি তাকে দশটি কথা শুনাবো, যে আমাকে কষ্ট দিবে, আমি তার বেঁচে থাকা হারাম করে দিবো,** আর আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن তো নিজের সাথে খারাপ ব্যবহারকারীদের সাথেও সদাচরন করতেন, ভুল না হওয়ার পরও ক্ষমা চেয়ে নিতেন, গালি প্রদানকারীদেরও দোয়া করতেন, মনে কষ্ট প্রদানকারীদেরকেও মার্জনা করে দিতেন আর অপর দিকে সেই লোকদের অবস্থা, যারা শরীয়তের বিনা কারণে মানুষের মন

ভেঙ্গে থাকে, জেনে শুনে মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে, মানুষের গীবত করে, অন্যায়ভাবে অপরের জিনিস আত্মসাৎ করে নেয়, হাসি ঠাট্টা করা ব্যক্তিদের গালি দেয়, মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে ইত্যাদি।

সুতরাং ঐসকল লোকেরা, যারা এই আপদে লিপ্ত, তাদের উচিৎ, তারা এই মন্দ অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরন করে ক্ষমা ও মার্জনা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, নম্রতা এবং বিনয়ের অভ্যাস গড়া, কেননা বিনয় ও নম্রতায় অভ্যস্তরা সবার পছন্দনীয় হয়ে যায় আর অহঙ্কার ও কথায় কথায় ঝগড়া করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়াদের লোক ঘৃণা করতে থাকে।

অহঙ্কারের পিছু ছাড়ুন, বিনয় অবলম্বন করুন আর বিনয়ের মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়্যদ বংশীয়দের সম্মানের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ) এর মধ্য থেকে কারো সাথে ভাল আচরন করলো, আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান তাকে দান করবো। (জামে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৮২১) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে হযরত আব্দুল মুত্তালিবের বংশের মধ্য হতে কারো সাথে দুনিয়ায় কল্যাণ করলো, তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে। (তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস নং-৫২২১) ✯ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অবমাননা করা হারাম। (কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা) ✯ সৈয়দ বংশীদের সম্মান ও আদবের মূল কারণ হলো যে, তারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারকের টুকরো। (সা'আদাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ঐ সকল জিনিষ যা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত তারও সম্মান

করা। (আশ শিফা, ৫২ পৃষ্ঠা, ২য় অংশ) ✯ সম্মানের জন্য নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং কোন সনদেরও প্রয়োজন নেই, যারাই নিজেদেরকে সৈয়্যদ বংশীয় বলে তাদের সম্মান করা উচিৎ। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৪ পৃষ্ঠা) ✯ যারা আসলেই সৈয়দ নয় এবং জেনে শুনেই সৈয়দ সাজে, তাদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, তাদের ফরয কবুল হবে না এবং নফলও না। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৬ পৃষ্ঠা) ✯ যদি কোন বদ মাযাহব সৈয়দ হওয়ার দাবী করে এবং তার বদমাযহাবী কুফরের সীমায় পৌঁছে গেছে, তবে কখনোই তাকে সম্মান করবে না। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৭ পৃষ্ঠা) ✯ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান হলো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৪২৩) ✯ ওস্তাদও সৈয়দ বংশীয়দের মারা থেকে বিরত থাকুন। (কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৮৪ পৃষ্ঠা) ✯ সৈয়দ বংশীয়দের এমন কাজের জন্য চাকরীতে রাখা যাবে, যাতে অবজ্ঞা পাওয়া যায় না তবে অপমান সূলভ কাজে তাদের চাকরীতে রাখা জায়িয নেই। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد